শহীদদের পূণ্যভুমি

আফগান রণাঙ্গনের বজ্রনাদ

আফগান ভূমিতে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত একজন মুজাহিদের ঈমানদীপ্ত দাস্তান।

শায়খ হায়াতুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ

জাহিদ বিন জোবায়ের

অনুদিত

সূচিপত্র

ভূমিকা..১৭
শহীদদের পূণ্যভূমি আফগানিস্তানের জিহাদি সফর ২৩
আমেরিকান হেলিকাপ্টার.. ৩০
আঙ্গুর বাগানের উদ্দেশ্যে.. ৩০
মোল্লা মিলাঙ্গ এর সাথে সাক্ষাত ৩২
এলাকায় তল্লাশি ৩৩
অদ্ভূত এক গায়বি সাহায্য.. ৩৩
মোল্লা আব্দুল কাদির ও আসমানি সাহায্য.. ৩৫
মুজাহিদদের গ্রেফতারি ও মুক্তি.. ৩৬
এলাকা রেকি ও দায়িত্ব বণ্টন ৩৭
আমেরিকানদের উপর প্রথম আঘাত.. ৩৮
নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে...৪১
আমেরিকান ক্রুসেডারদের যুলুম-অত্যাচার... ৪৫
দেশের উদ্দেশ্যে.. ৪৮
রয়ে যাবে আফগান, রয়ে যাবে তার পর্বতমালা.................................... ৪৯
আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে ৫০
ডুরান্ড লাইন.. ৫৩
পুলিশপ্রধান নযর আলি ৫৬
কমান্ডার মোল্লা আব্দুশ শাকুরের কাছে।.. ৬০
তালেবানের সামরিক প্রস্তুতি ৬২

বিভিন্ন জেলার মুজাহিদদের আগমন..........৬৪
এক গোয়েন্দার দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম.......... ৭১
আজমের এবং রব্বে কারিমের সাহায্য.......... ৭২
মাইন ফেটে গেছে.......... ৭৩
খাকরিজ জেলে হামলা..........৭৬
চৌকি ঘেরাও.......... ৮৭
ফেরার পথে.......... ৮৮
আজমেরের 'ইয়াদাত'.......... ৮৯
আজমের মুহাজির যেমন মুজাহিদও.......... ৯০
যেখানে স্বাধীনতা আসে পায়ে শিকল পরিয়ে.......... ৯৩
স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই.......... ৯৬
তালেবানের উত্থান ও আহমদ শাহ্‌ মাসউদের গাদ্দারির কারণ..........৯৭
আজমেরের হিজরত ও জিহাদ..........১০১
তালেবানের সাথে খাকরিজ প্রশাসকের সন্ধি..........১০৪
সোড়সাক মুজাহিদদের মারকাজে..........১০৬
সোড়সাক এলাকা ও তার নাম করণের অদ্ভুত কাহিনী..........১০৭
শীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা..........১০৯
সরলমনা তালেবান... এবং ক্রুসেডারদের ধূর্ততা..........১১৩
গুল খানের মর্মান্তিক মৃত্যু.......... ১১৫
জিহাদের আরেকটি কারামত..........১১৭
শহীদ গুল খান রহ... .... ১১৯
গুল খান শহীদ রহ. এর আম্মাজানের প্রতিক্রিয়া..........১২১
কানাডিয়ান আর্মির কনভয় পর্যবেক্ষণ..........১২২
তালেবানের তৎপরতা.......... ১২৪
সাবউন খান ও তার দেশি মুরগী.......... ১২৭

মুহাব্বত খানের মুহাব্বত ১৩০
দুর্দান্ত আবিষ্কার.. ১৩২
খাপ্পার ব্যবহার... ১৩৩
মাইন স্থাপন ১৩৩
নযিরবিহীন হামলা... ১৩৫
কানাডিয়ান আর্মির অস্থির অবস্থা ১৩৯
তালেবানের সাথে যোগাযোগ.. ১৪১
ধ্বংস হওয়া ট্যাংকের অবশিষ্ট.. ১৪২
তালেবান নেতাদের অভিনন্দন বার্তা... ১৪৩
কানাডিয়ান আর্মির মুখপাত্রের স্বীকারোক্তি.. ১৪৪
স্থানীয় জনতার জিহাদের স্পৃহা ১৪৯
কানাডিয়ান আর্মির উপর দ্বিতীয় অভিযানের প্রস্তুতি ১৫২
অভিযানের ব্যর্থতার কারণ ১৫৫
খাপ্পার প্রশিক্ষণ ১৫৬
চিনার যাত্রা... ১৬০
নীশ জেলার হামলার বিবরণ.. ১৬২
দারা নূর পার হওয়া.. ১৬৫
তিনমুখী ঘেরাও.. ১৬৬
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১৬৭
নিখোঁজ সাথিদের খোঁজে ১৭১
মোল্লা আব্দুল হাকিমের শাহাদাত ১৭১
আমেরিকানদের ধূর্ততা ১৭২
মোল্লা আব্দুশ শাকুরের সাথে পরামর্শ.. ১৭৪
শহীদ মোল্লা আব্দুল হাকিমের কবরে ১৭৪
শহীদের করামত.. ১৭৫

মোল্লা আব্দুল হাকিম শহীদ রহ., ইলম ও জিহাদের সুন্দর সমন্বয়............................ ১৭৫
শীনের উদ্দেশ্যে যাত্রা ১৭৭
আব্দুস সাবুরের গ্রেফতার...১৭৮
কানাডিয়ান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সফল অভিযান ১৭৯
তালেবান নিয়ে কানাডিয়ান সেনাবাহিনীর আতঙ্ক... ১৮০
খাপ্পার প্রভাব.. ১৮০
স্পষ্ট বিজয় ১৮১
তালেবানের অভিনন্দন বার্তা ১৮২
বিবিসি পশতুর সংবাদ ১৮২
ক্রুসেডারদের এজেন্ট কাযী শের জামান...১৮২
ক্রুসেডীয় জজের শেষ পরিণতি ১৮৪
ফেরার পথে ১৮৭
গম্বুজে রিপিটার স্থাপন.. ১৮৮
বি-৫২ বিমানের ভয়ংকর বোমাবর্ষণ...১৯০
খেজুর যুদ্ধ... ১৯১
সুস্পষ্ট বিজয়.. ১৯২
কমান্ডার মোল্লা তূর নাকিবকে মোবারকবাদ ১৯৩
তালেবান সরকার গঠন ১৯৩
কান্দাহারের দরজায় কড়াঘাত..১৯৩
অভিযানের প্রস্তুতি... ১৯৪
প্রধান সড়ক রেকি..১৯৪
কান্দাহার-উরুজগান প্রধান সড়কে অ্যাম্বুশ ১৯৫
তালেবানের বিশেষ বৈঠক ১৯৭
সভার ঘোষণাপত্র ১৯৭
তালেবানের বিচারিক কার্যক্রম ১৯৮

প্রেমের পরীক্ষা এখনো বাকি! ১৯৯

দোস্তমের জীবন এবং বর্বরতা.. ২০০

শহীদ কামাল রহ.. ২০৯

গন্তব্যের পথে রওয়ানা ২১০

হায় কারজাই, এই তোমার আমেরিকান ইসলাম!.. ২১২

কাবুল: এক ঐতিহাসিক নগরী.. ২১৩

তালেবানের শাসন: আফগানিস্তানকে তারা কী দিয়েছে? ২১৪

জার্মান মার্সিডিজে করে মাজার শরিফ.. ২২৫

চারিকার ২২৭

ইঞ্জিনিয়ারিং এর নিপুণ শৈলি চারিকার খাল.. ২২৮

জাবালুস সিরাজ ২২৯

সালং গিরিপথ থেকে খিঞ্জন জেলা.. ২২৯

আরবাব হাশিম খানের শাহাদাত.. ২৩০

দোশির এক ভয়ঙ্কর রাত.. ২৩১

বামিয়ান বিদ্রোহের কারণ.. ২৩৭

বামিয়ান ২৪০

বামিয়ান জেলে হাজারাদের আক্রমণ.. ২৪০

বামিয়ান জেলে তালেবানের উপর শিয়াদের অত্যাচার ২৪১

গরম লোহার শলাকা দিয়ে দাগানো.. ২৪১

দাড়ির অবমাননা.. ২৪১

মৃত্যুদণ্ডের ভয়ঙ্কর পদ্ধতি.. ২৪২

গাড়ির নীচে পিষ্ট করে মারা.. ২৪২

অদ্ভুত এক পদ্ধতি.. ২৪২

আবু জাহেলের অনুকরণ ২৪২

সাহাবায়ে কেরামের অবমাননা ও অপমান.. ২৪৩

তালেবানের পূর্বে হিজবে ওয়াহদাতের নির্যাতন ২৪৫

মৃতের নাচের ২৪৫

আফগান সীমান্তে ইরানি বাহিনীর সমাবেশ ২৪৬

ইরানি অনুপ্রবেশের প্রমাণ.. ২৪৭

ইরানি অস্ত্র... ২৪৮

পুল খোমরি.. ২৪৮

দারাকিয়ান... ২৪৯

বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারের প্রাপ্তি ২৫০

আকস্মিক বিপত্তি... ২৫০

তাশকরগানে (খুলমে) অবস্থান.. ২৫১

ঈমানের ডাকাত, মালেরও ডাকাত ২৫১

হেরাতান মহাসড়ক বা দোস্তি মহাসড়ক... ২৫২

মাজার শরীফ ২৫২

চারবোলকের দিকে যাত্রা ২৫৩

কামান্দান দিলাওয়ার জানের মেহমানখানায় ২৫৩

কামান্দান দিলাওয়ার জান ২৫৪

হাজী মোহাম্মদের ডেরায় ২৫৪

কামাল শহীদ রহ. ও উস্তাদ আতা ২৫৬

মাজার-শেবারগান রোডের রেকি ২৫৮

মাইন স্থাপন ২৫৮

উস্তাদ আতার ধোঁকা.. ২৫৯

কামাল শহীদের উপদেশ ২৬০

ফেদায়ী হামলার সিদ্ধান্ত ২৬০

ফেদায়ীর আগমন.. ২৬১

নওরোজ উৎসব এবং দোস্তমের অপেক্ষা ২৬১

উসমান শহীদ রহ. ২৬২

কান্দাহারের উদ্দেশ্যে ২৬৪

শহীদানের আলোচনা ২৬৪

মোল্লা আব্দুশ শাকুর শহীদ রহ. ২৬৪

খালেদ শহীদ রহ. ২৬৫

খুরশেদ শহীদ রহ. ২৬৭

প্রখ্যাত কমান্ডার ভাই সুলতান শহীদ রহ. ২৬৯

ভূমিকা

{وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"আর তোমরা হিম্মত হারিয়োনা এবং দুশ্চিন্তা করো না। তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা হও মুমিন।"[২]

ইতিহাস সাক্ষী, আফগান ভূমিতে অসংখ্যবার বিশ্বের সুপার পাওয়ারগুলো নিজেদের সংখ্যাধিক্য, অঢেল সামরিক সরঞ্জাম, অত্যাধুনিক টেকনোলজি ও বাহ্যিক শক্তির দাপটে আক্রমণ চালিয়েছে। তারা স্বাধীনচেতা আফগানদের নিজেদের সামনে মাথানত করানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিবারই গায়রতমনদ ও স্বাধীনচেতা আফগান মুসলিমরা নিজেদের ঈমান, ধৈর্য, সাহস, দূরদর্শিতা ও কৌশলের সাথে যুগের সেই ফেরআউনদের পরাজয় করে টুকরো টকরো করে ছেড়েছে। প্রতিবারই এই গায়রতমনদ আফগান মুসলিমরা নিজেদের আফগান ভূমিতেই সুপার পাওয়ারগুলোর কবর রচনা করেছে।

কথিত পরাশক্তিগুলো যে রূপেই আফগানিস্তানে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা চালিয়েছে, শেষ পর্যন্ত তারা আফগানদের হাতে পরাভূত হয়েই ফিরে গেছে। কারণ একজন মুমিন মানেই সে কখনো অন্যের দ্বারা শাসিত হবে না। একজন মুমিন মানেই সে কখনো কারো দাসত্ব মেনে নিবে না। এ কারণেই আফগান মুসলিমরা কখনোই এবং কোনো অবস্থাতেই কোনো বহিরাগত শক্তির দখলদারিত্ব মেনে নেয়নি।

বারো বছর আগে, বিশ্বের তথাকথিত সুপার পাওয়ার তাঁর নিজেরই তৈরি করা বাতিল ও অবান্তর আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে আফগানে আক্রমণ চালায়। শুধু তাই নয়, তারা এই নগ্ন আগ্রাসন ও সুস্পষ্ট সন্ত্রাসবাদকে ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ বলেও ঘোষণা দেয়। সম্ভবত, আমেরিকা ও তার দোসরদের স্বাধীনচেতা বীর আফগানদের ইতিহাস জানা ছিল না। আর যদি জানতও, তবে ওদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা হয়নি। আমেরিকা ও তার দোসররা তো নিজেদের

---

[২] (m~iv Av‡j Bgivb: ১৩৯)

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে খুব বড়াই ও গর্ব ছিল। তারা মনে করত যে, এই অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং বিধ্বংসী বিমারু শক্তির জোরেই তারা তালেবান মুজাহিদীনকে পিষে ফেলবে।

যদিও আমেরিকার চরম আগ্রাসন ও নৃশংসতার ফলে আপাতদৃষ্টিতে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (এখন রহিমাহুল্লাহ) তার সরকার ছেড়ে দেন, কিন্তু আজ ১১ বছর পরও আমেরিকা ও তার দোসরদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, অমানবিক নির্যাতন এবং আধুনিক থেকে আধুনিকতর অস্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সস্বেত্বও কাবুল থেকে কান্দাহার, গজনি থেকে বাদাখশান এবং খোস্ত থেকে মাজার শরীফ পর্যন্ত সর্বত্র তালেবান মুজাহিদদেরই আধিপত্য বহাল আছে। আফগানিস্তানের ভেতরে তালেবান মুজাহিদীন যেখানে চায়, সেখানেই আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজেদের মতো করে অভিযান পরিচালনা করতে পারে। আফগানিস্তানের স্বাধীনচেতা জনগণের বেশিরভাগই তালেবানের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন। এ কারণেই তালেবান মুজাহিদরা যখনই আফগানিস্তানের যেকোনো অঞ্চলে যান, সেখানকার জনগণ তাদের স্বাগত জানিয়ে বরণ করে। তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর খেয়াল রাখে। এর জীবন্ত নমুনা আপনি এই বইতে বারবার দেখতে পাবেন।

আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত মুজাহিদ ভাই হায়াতুল্লাহ, মোল্লা আব্দুশ শাকুর, মোল্লা দাদুল্লাহ, ভাই আজমের, ভাই খালেদ কে-টু, উস্তাদ বিলালি, ক্বারি আব্বাস শহীদ এবং অন্যান্য মুজাহিদদের ধারাবাহিক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলে আজ আফগানিস্তানের ৭৫ শতাংশের বেশি এলাকায় তালেবানের নিয়ন্ত্রণ আছে। এবং সেইসব এলাকায় তাদেরই শাসন চলছে। এটা শুধু আমাদের কথার কথা নয়, আমেরিকা ও ন্যাটোসহ বিশ্বের বহু দেশ এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেছে।

এমনকি আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর বড় বড় সামরিক অফিসাররা গোপনে গোপনে মিডিয়াতে এ তথ্য স্বীকার করেছে যে, আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ৩৩টি প্রদেশেই তালেবানের কার্যত শাসন চলছে। সেখানে

তাদের গভর্নররা নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তালেবান মুজাহিদদের হাতে আমেরিকা ও তার দোসরদের কী পরিণতি হতে যাচ্ছে! দিকভ্রান্ত হয়ে তারা আফগানিস্তানের মরুভূমি থেকে পালানোর পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমেরিকা বিভিন্ন বাহানা দেখিয়ে তার দোসরদের সাথে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার একটা সম্মানজনক পথ খুঁজছে। কিন্তু অপরদিকে, তালেবান মুজাহিদরা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত এই খোরাসানের ভূমিকে বিদেশি বাহিনীর জন্য নরকে পরিণত করতে। ২০০১ সালে, যখন আমেরিকা বিশ্বের বড় বড়

দেশগুলোকে [৩] সঙ্গে নিয়ে খোরাসানের ভূমিতে[৪] হামলা চালায়, তখন পুরো বিশ্ব, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর জনগণ হতবাক হয়ে গিয়েছিল—এখন কী হবে? দাজ্জালীয় মিডিয়ার উপস্থাপক এবং তথাকথিত বিশ্লেষকরা লম্বা লম্বা লেকচার দিতে

---

[৩]সে দেশগুলোর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ এরও বেশি। দেশগুলো ছিল,
(ন্যাটো রাষ্ট্রসমূহ) আলবেনিয়া, জার্মানি, গ্রীস, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবুর্গ, মন্টিনিগ্রো, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্মেনিয়া। (EAPC দেশসমূহ), অস্ট্রিয়া, আজা রবাইজান, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, জর্জিয়া, আয়ারল্যান্ড, উত্তর মেসেডোনিয়া, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ইউক্রেন। (ন্যাটো এবং এপিসি বহির্ভূত দেশসমূহ) অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, এল সালভাদর, জর্ডান, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, টোঙ্গা এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। সংক্ষেপে দেশগুলোকে বলা হয় ISAF অর্থাৎ International Security Assistance Force (আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনী)।

৯/১১ এরপর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ১৩৮৬ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা ISAF গঠনের অনুমোদন দেয়। ISAF-এর প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল কাবুল এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তথাকথিত নিরাপত্তার নামে আফগানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা। পরবর্তীতে, ২০০৩ সালের ১১ আগস্ট ন্যাটো আনুষ্ঠানিকভাবে ISAF-এর কমান্ড গ্রহণ করে।

এরাই নিরাপত্তার প্রয়োজন বোধ করে শুধুই মুসলিম দেশগুলোতে। হাতে ন্যূনতম কোন প্রমাণ বা নিরদর্শন না থাকলেও নিরাপত্তার নামে নৃশংস গণহত্যা চালিয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করে না। তন্নতন্ন করেও যখন কোন অশান্তি খুঁজে পায় না, তখন কৃত গণহত্যার জন্য স্যারি বলেই টাটা দেয়। বিপরীতে অমুসলিম দেশগুলোতে যতই মুসলিম নিধন হোক, সেখানে কোন নিরাপত্তা বাহিনীর প্রয়োজন পড়ে না। ফিলিস্তিনকে পুরো মাটির সাথে মিশিয়ে ফেললেও সেখানে শান্তি মিশনের প্রয়োজন হয় না। উহ, শান্তি মিশন কাদের জন্য করবে! মানবতার জন্যই তো! তো ওরাকে ফিলিস্তিনীদের মানবতার অংশ মনে করে নাকি যে তাদের জন্য শান্তি মিশনে নামবে! হ্যাঁ, এটাই সত্য। এই সত্যটা যেমন ফিলিস্তিনীদের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি মুসলিম বিশ্বের ক্ষেত্রেও। কিন্তু এই সত্যটা বুঝতে বড্ড ভুল করছি আমরা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শিঘ্রই নিজেদের শত্রুদের চেনার তাওফিক দান করুন।
-অনুবাদক

থাকে—এবার আমেরিকা এই ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়নকারী 'মোল্লাদের' তছনছ করে দেবে। এবার আমেরিকা তালেবানের নাম নিশানা পৃথিবীর মাটি থেকে মিটিয়ে দেবে। 'ইসলাম, ইসলাম' বলে শ্লোগান দেওয়া মুজাহিদদের কেবল পূর্ববর্তী জাতির গল্প বানিয়ে ফেলবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতেও এমন মনে হচ্ছিল। কারণ আমেরিকা ও ইউরোপের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির তুলনায় তালেবানের কাছে কিছুই ছিল না। তালেবানের এই সরঞ্জামহীনতা, বাহ্যিক টেকনোলজি ও অস্ত্রশস্ত্রের দুর্বল অবস্থা দেখে বিশ্ব ধারণা করে নেয় যে, এবার বুঝি আমেরিকার হাতে তালেবানের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না। মনে মনে এই ধারণা করে মুসলমানদের দুশমনরা আনন্দ উপভোগ করছিল যে, পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্রকে আমেরিকা ও তার মিত্ররা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অন্যদিকে, মুজাহিদদের যারা মুহাব্বত করতো, কিন্তু দূরে থেকে, অশ্রু বিসর্জন করছিল যে, হায়, ইমারাতে ইসলামিয়া বুঝি ধ্বংস হয়ে যাবে! হায় মুজাহিদদের বুঝি মেরে ফেলা হবে!

এদিকে আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর মুজাহিদ রহ. তার জানবায সাথিদের নিয়ে সরকার ত্যাগ করে নতুন এক গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পাহাড়ের দিকে চলে যান। আমেরিকা ও তার মিত্রদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, ভয়ংকর মরণাস্ত্র ও বিধ্বংসী বিমান শক্তি তাদেরকে বিন্দুমাত্র ভীত করতে পারেনি। কারণ তাদের দৃষ্টি কেবল বাহ্যিক আসাবাব বা সরঞ্জামাদির প্রতি ছিল না, বরং যিনি আসাবাবের মুসাব্বাব তথা সরঞ্জামাদির রব, স্বয়ং তাঁর দিকে নিবদ্ধ ছিল। তাদের সামনে তো ছিল আল্লাহ তায়ালার এই মহান বাণী:

﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

[৪] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বৃহত্তর খোরাসান বলতে বুঝানো হতো, বর্তমান ইরানের উত্তরপূর্ব অঞ্চল, প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান, দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এই অঞ্চলের উত্তরসীমায় ছিল আমু দরিয়া নদী, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে মধ্য ইরানের মরু অঞ্চল ও পূর্বে মধ্য আফগানিস্তানের পার্বত্য উচ্চভূমি। মধ্যযুগের কোনো কোনো আরব ঐতিহাসিকের মতে এই অঞ্চলের সীমানা পূর্বদিকে এমনকী ভারতের পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। - অনুবাদক।

"কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আল্লাহর ইচ্ছায় বিশাল বিশাল শক্তিশালী দলকে পরাজিত করেছে! আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা আল-বাকারা: ২৪৯)

আলহামদুলিল্লাহ! আজ আল্লাহর ওপর ভরসাকারীদের বিজয়ী হয়েছে। নুসরাতে ইলাহির সামনে প্রযুক্তির ভূত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

বক্ষমান এই গ্রন্থ "আফগান রণাঙ্গনের বজ্রনাদ" সেই বীরদের গল্প, যারা নিরস্ত্র অবস্থায় শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও রহমতের ওপর নির্ভর করে যুগের ফেরাউনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। *রণাঙ্গন* আল্লাহর সেই সেনাদের সংগ্রামের উপাখ্যান, যারা দেশীয় ও নিজের তৈরি অস্ত্র-গোলাবারুদ দিয়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। *রণাঙ্গন* খোরাসানের ভূমিতে ক্রুসেডার ও জায়নিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত মাত্র অল্প কয়েকজন নির্ভীক মুজাহিদের কাহিনী। তবে এই গ্রন্থ পড়ে যে কেউ সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, এখানে উল্লিখিত কয়েকটি জিহাদি যুদ্ধের বাইরেও সমগ্র আফগানিস্তানজুড়ে মুজাহিদদের হাতে ক্রুসেডার ও জায়নিস্ট বাহিনীর কী পরিণতি ঘটছে।

পরিশেষে আমি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জার কাছে দোয়া করি, যেন তিনি এই গ্রন্থটিকে মুসলিম উম্মাহর জাগরণের মাধ্যম বানান। বইটিকে তার দরবারে মাকবুল করেন। আল্লাহ তায়ালা যেন শিঘ্রই এই গ্রন্থের লেখক ও অন্যান্য মুজাহিদদের তাগুতের কারাগার থেকে মুক্তি দান করেন। আমীন।

ড. হামিদ আসগর শেখ

১৮-০৪-১৪৩৪হি. /০১-০৩-২০১৩ খৃ.

শহীদদের পূণ্যভূমি আফগানিস্তানের জিহাদি সফর

২০০৫ সালের কথা। তখন গীষ্মের মাঝামাঝি সময় ছিল! আমাদের জিহাদি সফর আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের "খাকরিজ" জেলার দিকে।

প্রথমে আমরা ১৭ জন সাথি ছিলাম, ১৩ জন আগেই রওয়ানা হয়েছে। এখন আমি আছি, সাথে তাজিকিস্তানের মুজাহিদ আজমের, আফগানী মুজাহিদ আব্দুল কারিম এবং দাউদ আকা। "কোয়েটা" থেকে ফজর পড়ে রওয়ানা দিলাম। প্রায় দশটার দিকে "চমন" বর্ডারে পৌঁছলাম। বর্ডার পার হওয়ার সময় তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। "স্পিন বোল্ডাক" স্টেশনে খাবার খেয়ে কান্দাহারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

গাড়িতে আমরা (আমি, আব্দুল কারিম,এবং দাউদ আকা) সবাই আলাদা আলাদা ভাড়া দেই। এটা মূলত আত্মরক্ষামূলক কৌশল ছিল।[৫] কারণ খুবই আশংকা ছিল, গাড়িতে না জানি কোন ক্রুসেডার গোয়েন্দা আমাদের অবস্থা জেনে ফেলে! তাছাড়া তাল্লাশি গ্রেফতারি বা অন্য কোন সমস্যা হলে যেন সবাইকে ফাঁসতে না হয়! "স্পিন বোল্ডাক" থেকে দুই আড়াই ঘণ্টার মধ্যেই কান্দাহার পৌঁছে যাই।

এই কান্দাহারে আমার বেশ কয়েকবার আসা হয়েছে বরং আলাদা কিছু সময় যাপনও করা হয়েছে। কারণ এই কান্দাহারই ছিল হযরত আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মোহাম্মদ উমর হাফি. এর শহর। কিন্তু হায়, আজ সেই কান্দাহার বেদনাদগ্ধ! কারণ আজ কান্দাহারে না আছে মানুষ আর না আছে মানবতা! আছে শুধু আমেরিকান নরপশুদের হিংস্রতা আর বর্বরতা! আর আছে মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই এর দোসর ও গোলামদের প্রেতাত্মা! আজ কান্দাহারের যুবতী মেয়েদের মা-বাবারা হতাশায় দিশহারা। তাদের চোখে আগের সেই নিশ্চিন্তের ঘুমটি নেই। কারণ এখন

---

[৫] প্রিয় পাঠক, ভূমিকায় যে বলেছিলাম, পূর্ববর্তীদের কিছু কিছু কৌশল ও অভিজ্ঞতা নোট করে রাখলে আমাদের খুব কাজে দিবে। এর ছোট্ট একটি উদাহরণ যদি বোঝার সুবিদার্থে বলি, তাহলে বলবো, এটিও একটি টুকে রাখার মত একটি কৌশল। যা পরবর্তীতে আমদেরও কাজে দিতে পারে। -অনুবাদক।

কান্দাহারের প্রশাসক মোল্লা হাসান রাহমানীকে কান্দাহারের অলি-গলিতে লাঠি ভর করে পাহারা দেয়ার সেই দুর্লভ দৃশ্যটি আর দেখা যায়না! হায়, আজ সেই কান্দাহার বিষাদময়! কারণ সেখানে আজ ইনসাফ করা তালেবান কাযীর স্থানে পুতুল সরকার হামিদ কারযায়ীর রক্তপিপাসু ঘুষখোর গভর্নর দখল করে বসে আছে! তবে কান্দাহারের আকাশ অপেক্ষায় আছে সেই সূর্যটির যা!

এই পুরো ইমারাতে ইসলামিয়ার যিনি পুরোধা ছিলেন, যিনি ছিলেন মুজাহিদদের সারতাজ এবং ছিলেন সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান, জিহাদের ফিদা মোল্লা মুহাম্মদ উমর রাহিমাহুল্লাহ, আমি তার চিন্তা-ধ্যানে কখন যে হারিয়ে গিয়ে ছিলাম হঠাৎ দেখি দাউদ আকা আমাকে ডাকছে, ভাই চলো! গাড়ী প্রস্তুত! আমি চোখ মুছতে মুছতে গাড়ীতে উঠে গেলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা সফর করার পর খাকরিজ জেলার "চিনার" গ্রামে পৌঁছি।

এখানে আমাদের মিশন ছিল এলাকায় থাকা ক্রুসেডীয় বাহিনীর আসা-যাওয়া রোধ করা। এ'জন্য তাদের যাতায়াতের পথে মাইন স্থাপন করার প্রয়োজন। রাত এখন নয়টা বাজে। আব্দুল কারিম ভাইয়ের বাড়ি চিনার গ্রামেই ছিল। তিনি বাড়িতে চলে যান। আমরা নিরাপত্তার জন্য সামনের এলাকায় চলে যাই। এলাকাটির নাম ছিল "লৌড়ওয়ালা"। সেখানে পৌঁছলে একটা বাড়িতে আলো দেখতে পাই। আমরা ওখানে গিয়ে দরজায় নক করলে বাড়ির মালিক বের হয়ে আসেন। তিনি ভাই দাউদ আকার পরিচিত। কিশমিশ ব্যবসায়ী। বের হয়েই রীতিমত স্বাগত জানালেন। সালাম-মোসাফাহার পর তার "কিশমিশ কারখানায়" নিয়ে গেলেন। সেখানে পুরোদমে কিশমিশ তৈরীর কাজ চলছিলো। আমরা ওখানে গিয়ে খোশ-গল্পে মশগুল হয়ে গেলাম। কর্মচারিরা কিশমিশ তৈরীর জন্য আঙ্গুরগুলো ছোট ছোট লাকড়ির উপর লটকিয়ে রাখছিলো। সাড়ে দশটায় মালিকের ছেলে খাবার নিয়ে আসে। আফগানিস্তানের খুব শানদার খাবার ছিলো। সত্যি বলতে আমাদের মেযবান আফগান মেহমান নিয়াযির ঐতিহ্যের পুরোপুরি খেয়াল রেখেছেন। মেযবানও আমাদের সাথে খাবার খেলেন । খাবার খেয়ে ওযু করে ইশার সালাত আদায় করলাম। এবার তিনি রাতের বিশ্রামের জন্য বিছানা বিছিয়ে দিলেন। সাথে

আত্মরক্ষার জন্য একটা রাশিয়ান কালাশনিকভ দিয়ে বললেন, এটা রাখো, কাজে আসতে পারে। মেযবান অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন।[৬]

আমরা যখন চিনার গ্রামে পৌঁছেছিলাম তখন একটা ড্রোন বিমান, আফগানিরা যাকে বোঙ্গি বিমান বলে আকাশে চক্কর দিচ্ছিল। এ'জন্যই আমরা চিনার গ্রাম ছেড়ে লৌড়ওলাতে চলে আসি। ড্রোনটা সারা রাত চিনার গ্রাম, লৌড়ওয়ালা ও আশেপাশের গ্রামগুলোর উপর টহল দেয়। এতটাই নিচ দিয়ে চক্কর দিচ্ছিল যে আমাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এটা একটা বিমান! বেশি নিচ দিয়ে যাওয়ার ফলে রাতেও খালি চোখেই বিমানটা দেখা যাচ্ছিল। সারা দিনের সফরের ক্লান্তির পরও অর্ধ রাত জাগ্রত থাকার ফলে ঘুম চেপে বসে। সবাই ঘুমাতে চলে যাই।

---

৬ কালাশনিকভ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। এটি একটি গ্যাস পরিচালিত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। এর ডিজাইনার রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) মিখাইল কালাশনিকভ। কালাশনিকভ ১৯৪৭ সালে এই উন্নত স্বয়ংক্রিয় রাইফেল তৈরি করেন বলে তার নামানুসারে এর নাম দেয়া হয় আভটোমাট (স্বয়ংক্রিয়) কালাশনিকভ ১৯৪৭ বা সংক্ষেপে "একে-৪৭"। এ পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটিরও অধিক এই অস্ত্র বিক্রি হয়েছে এবং বিশ্বের প্রায় ৫০টিরও বেশি দেশের সামরিক বাহিনীতে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। যা কিনা দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় রাইফেল। একে ৪৭ এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ এর সহজ ব্যবহার, নির্ভরতা ও রক্ষাণাবেক্ষণ ইত্যাদি। এটাকে বিশ্বের প্রথম কার্যকর অটোমেটিক রাইফেল বলা হয়। ১৯৫১ সাল থেকে এখনো এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সৈন্যদের মধ্যে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূল কারণ এটি জলে ভিজিয়ে, ধুলাতে রেখে বা এর উপর দিয়ে রাস্তা মেরামতের রোলার চালানোর পরও এটিকে আগের মতই ব্যবহার করা যায়, যা এর সমপর্যায়ের অন্যান্য অস্ত্রের ক্ষেত্রে অসম্ভব।
একে ৪৭ এর অন্যতম বৈশিষ্ট হল এর বুলেট এর মারাত্মক ভেদন ক্ষমতা ,এটি ৭.৬২*৩৯ মি.মি বুলেটকে ৭১৫ মিটার/সেকেন্ডে ছোঁড়ে যা ৮ ইঞ্চি কাঠ এবং ৫ ইন্চি কনক্রিট ভেদ করতে পারে। এছাড়া এতে কষ্টমাইজ বুলেট ব্যবহার করা যায়। এতে সিঙ্গেল শট, ব্রাস্ট অব ফায়ার এবং গ্রেনেড ছোঁড়ার সুবিধা আছে। নির্ভরতার দিক দিয়ে আজও একে ৪৭ অনন্য। একে ৪৭ এ কখনো ব্যাক ফায়ার হয় না। এটিকে দুনিয়ার যেকোনো স্থানে ব্যবহার করা যায়। তীব্র শীত,গরম,ভেজা আবহওয়াতেই এর কিছু হয় না। অন্যান্য রাইফেলের তুলনায় একে-৪৭ জ্যাম হবার রেটও কম। বর্তমান বিশ্বের সব দেশই একে ৪৭ বা এর বিভিন্ন সংস্করনের রাইফেল ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে একে ৪৭ এর চাইনিজ সংস্করন টাইপ ৫৬ ব্যবহৃত হয়।
কালাশনিকভ (একে ৪৭) রাইফেল। -অনুবাদক

সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও আমি বিভিন্ন চিন্তায় বিভোর হয়ে যাই। চিন্তা করছিলাম, আজ আমেরিকা জনগনের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের পুণরুদ্ধার এবং নারী-অধীকারের কতগুলো বুলি শুনিয়ে পুরো মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধের ডাক দিয়েছে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সুদূর আফগানিস্তানের ইমারতে ইসলামের বিরুদ্ধে হামলা করেছে! শুধু কি আফগানিস্তানে, বরং যেখানেই আজ ইসলাম ও মুসলিম আছে সেখানেই তাদের বর্বরতা, পাশবিকতা ও হিংস্রতার দৃষ্টান্ত রয়েছে! আফগানিস্তান থেকে কাশ্মীর, ইরাক থেকে ফিলিস্তিন সর্বত্রই আজ আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে মুসলমানদের রক্ত পানির চেয়ে সস্তা বুঝে প্রবাহিত করা হচ্ছে! আবু গারিব কারাগারের[৭] ফাতেমা নুর থেকে ডা. আফিয়া সিদ্দিকা তাদের পাশবিকতার

---

[৭] আবু গারিব কারাগার হলো ইরাকের আবু গারিবে অবস্থিত একটি কারাগার কমপ্লেক্স, যা বাগদাদের ৩২ কিলোমিটার (২০ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত। কারাগারটি ১৯৫০-এর দশকে এর কার্যক্রম শুরু করেছিল। এটি তৎকালীন ইরাকে নির্যাতন, সাপ্তাহিক মৃত্যুদণ্ড এবং অসহায় জীবনযাত্রার সাথে সর্বোচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত কারাগার ছিল। ১৯৮০ এর দশক থেকে কারাগারটি সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক বন্দিদের রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়।

অমানুষিক নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের জন্য কারাগারটি কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। বন্দিদের উলঙ্গ করে রাখা, যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, গায়ে গরম বা ঠান্ডা পানি ঢালা, জিজ্ঞাসাবাদের সময় মানসিক চাপ প্রয়োগ করা, কুকুর দিয়ে ভয় দেখানো, কানের কাছে উচ্চগ্রামে মিউজিক বাজানো - ইত্যাদি নানা রকমের নির্যাতন করা হতো। মার্কিন সেনাবাহিনীর কারাগার পরিচালনার সময় সবচেয়ে খারাপ অপরাধের ঘটনা ঘটে ২০০৩ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে। কারাগারটি নিউ ইয়র্কের ইউনিয়নডেল থেকে ৮০০তম সামরিক পুলিশ ব্রিগেড দ্বারা পরিচালিত হত , যার নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জ্যানিস কার্পিনস্কি। তাগুবার প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সামরিক পুলিশের সদস্যরা হত্যা, নির্যাতন, নিপীড়ন এবং অন্যান্য অমানবিক আচরণে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে কারাগারটি বন্ধ হয়ে যায়।

আবু গরিবের অমানুষিক নির্যাতনের সামান্য বিবরণ পড়তে চাইলে দেখুন বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন "ইতিহাসের সাক্ষী"।

https://www.bbc.com/bengali/multimedia/২০১৪/০৭/১৪০৭২৬_pg_witness_abu_ghraib_victims

আরও দেখুন, Britannica এর নিউজ "Abu Ghraib prison" https://www.britannica.com/topic/Abu-Ghraib-prison

-অনুবাদক।

শিকার! গুয়ানতানামো বে[৮] থেকে বাগরাম কারাগার[৯] পর্যন্ত, কেল্লায়ে জঙ্গী[১০] থেকে শেবারগান জেল পর্যন্ত এবং "সি.আই.এ "[১১] এর গুপ্ত জেলগুলো থেকে

---

[৮] **গুয়ানতানামো কারাগার** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কারাগার যা বন্দিদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত। এই কারাগারে বন্দিদের বিনা বিচারে আটক রাখা হয় এবং তথ্য আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে বন্দিদের ওপর যৌন অত্যাচার, 'ওয়াটার বোর্ডিং'-সহ বিভিন্ন আইনবহির্ভূত উপায়ে নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের প্রকার ও মাত্রা এতই বেশি যে এই কারাগারকে 'মৃতের নরক' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই কারাগারটিকে অব্যাহতভাবে নির্যাতনের জন্য ব্যবহার করতে থাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে একে মার্কিনীদের 'লজ্জা' হিসাবে অভিহিত করা হয়।

এই কারাগারটি ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূ-খণ্ডের বাইরে কিউবার দক্ষিণ-পূর্ব পাশে ক্যারিবীয় সাগরে এর অবস্থান। ১৪ই জানুয়ারি ২০১২ তারিখে প্রকাশিত আল জাজিরা টেলেভিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ৮০০ জন বন্দিকে মুক্তি দেয়ার পর এ কারাগারে বিভিন্ন দেশের ১৭১ জন বন্দি আটক আছে। এই কারাগারে মার্কিন-বিরোধী তৎপরতায় সংশ্লিষ্ট জঙ্গী, সন্ত্রাসী ও গুপ্তচর সন্দেহে বিভিন্ন দেশের নাগরিককে আটক রাখা হয়। এক প্রতিবেদনে বলা হয়, এই বন্দিশালায় বিনা বিচারে আট বৎসর আটক থাকার পর ১৯৮ জনের মধ্যে ১৩০ জনেরও বেশি বন্দি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। এ পর্যন্ত মাত্র ৬ জন বন্দিকে বিচারের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়েছে। ১১ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে কিউবার দক্ষিণ-পূর্বে ক্যারিবীয় সাগরে গুয়ানতানামো উপসাগরে কিউবার মাটিতে মার্কিন নৌবাহিনীর একটি ঘাঁটিতে এই কারাগারটি স্থাপন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ৪৫ বর্গকিলোমিটার ভূমি নৌঘাটিঁ স্থাপনের উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করে। ১৯৯১ থেকে এই নৌঘাটিতে বন্দি আটক রাখা শুরু হয়। গুয়ানতানামো কারাগার স্থাপনের পর সর্বপ্রথম ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে আফগানিস্তান থেকে ২০ জন বন্দিকে এখানে আনা হয়। -অনুবাদক।

[৯] বাগরাম কারাগার। আফগানিস্তানের পারওয়ান প্রদেশের বাগরাম বিমানঘাঁটির ভেতরে অবস্থিত একটি কুখ্যাত জেল ও নির্যাতন কেন্দ্র। এটি মূলত সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের সময় (১৯৮০-এর দশকে) নির্মিত হয়েছিল, পরবর্তীতে ২০০১ সালে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান দখল করলে এটিকে একটি "ব্ল্যাক সাইট" (গোপ্ত নির্যাতন কেন্দ্র) হিসেবে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত "War on Terror"-এর অংশ হিসেবে হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয়।

অমানুষিক এমন কোন নির্যাতন ছিল না যা সেখানে করা হতো না। শারীরিক নির্যাতন থেকে শুরু করে মাসসিক নির্যাতন, যৌন নিপীড়িন থেকে শুরু করে অন্যান্য বর্বরতা ও লাঞ্ছনার উপর থাকতে সে কারাগারের বহু নিরপরাধ বন্দিদেরকে। হাত-পা শিকলে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা, মুখে কাপড় জড়িয়ে পানি ঢেলে শ্বাসরোধ করা, ২৪ ঘণ্টা আলোর নিচে রাখা, গান বাজিয়ে ঘুম না দেওয়া, নারী ও পুরুষ বন্দিদের জোরপূর্বক নগ্ন করে অপমান করা, সমকামী আচরণে বাধ্য করা, কুকুর দ্বারা আক্রমণ প্রতিনিয়ত করা হতো তাদেরকে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বহু মানবাধিকার সংস্থা এটাকে যুদ্ধাপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মানবতার হত্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন।

তাদের রিপোর্ট দেখুন, ACLU এর রিপোর্ট "U.S. Operatives Killed Detainees During Interrogations in Afghanistan and Iraq"
https://www.aclu.org/press-releases/us-operatives-killed-detainees-during-interrogations-afghanistan-and-iraq
HRW এর রিপোর্ট "Human Rights First Calls for Full Investigation of Bagram's "Black Prison"
https://humanrightsfirst.org/library/human-rights-first-calls-for-full-investigation-of-bagrams-black-prison/ -অনুবাদক।

[১০] কেল্লায়ে জঙ্গি (Qala-i-Jangi) এটি আফগানিস্তানের একটি ঐতিহাসিক দুর্গ এবং কারাগার, যা মূলত ২০০১ সালের নভেম্বরে সংঘটিত একটি ভয়াবহ বিদ্রোহের জন্য কুখ্যাত। এটি আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে, বালখ প্রদেশের রাজধানী মাজার শরীফের কাছে অবস্থিত। বহু বছর ধরে সামরিক কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এ দূর্গ।

তালেবান শাসনের সময় এটি একটি কারাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। ২০০১ সালের আমেরিকান আগ্রাসনের পর, এটি তালেবান এবং আল-কায়েদা যোদ্ধাদের আটক রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়, যারা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল বা ধরা পড়েছিল। ২০০১ সালের বিদ্রোহ এই কেল্লায়ে জঙ্গি-কে বিশ্বজুড়ে পরিচিতি এনে দেয়। এই বিদ্রোহ দমনের সময় এবং তার পরপরই মানবাধিকার সংগঠনগুলো যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তোলে। অভিযোগ ছিল যে, বন্দিদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের উপর অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। -অনুবাদক।

[১১] সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন একটি বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থা। -অনুবাদক।